জীবন যে রকম

BANGLADARSHAN.COM

তপতী রায় চৌধুরী

প্রার্থনা

কত কথাই জমে আছে মনে–
ভেবেছিনু বলব সঙ্গোপনে
হয়নি কিছুই বলা,
অনেক জনের অনেক দুঃখ বয়ে,
প্রতিদিনের নানা কষ্ট সয়ে,
আমার এ'-পথ চলা।
মনের মাঝে ছিল কত আশা
প্রকাশ করার পাইনি আজও ভাষা
তাই রয়েছি চুপ,
হঠাৎ যদি ঘটে অঘটন,
বদলে যদি যায় আজ সবার মন,
বের হয় আসল রূপ–
তাহলে তো ভাঙ্গবেই সংসার
আপন যারা, সবাই হবে পর
স্তব্ধ হবে চাকা,
শুধুমাত্র কথার প্রলেপ দিয়ে
সকল সত্য–স্বার্থমগ্ন হয়ে
যায় না ঢেকে রাখা।
সব কিছুতেই আমার বড়ো ভয়,
দ্বিধা, দ্বন্দ্ব আর কিছু সংশয়
সদাই করে তাড়া,
তাইতো তোমার চরণ দুটি ধরে
সত্য পথে তোমায় সঙ্গী করে
আমার বাঁচা-মরা।
সত্য সদাই অপ্রিয় হয় জানি
কঠিন এ'পথ তাওতো মনে মানি
ক্ষমো আমায় প্রভু,

BANGLADARSHAN.COM

যদি কাঁটার আঁচড় সইতে হয়
তবু যেন মন না মানে ভয়
লক্ষ্য যেন বদলায় না তবু।
সৃষ্টি তোমার বিপন্ন আজ কেন!
কারণটা আজ নিজেই ভালো জানো
তবে কেন চোখটি বুজে আছো,
সুমতি আজ ফিরুক ঘরে ঘরে
আশীষ মাগি আমি সবার তরে
সবায় আজি বাঁচাও, নিজে বাঁচো।
মাগছি আশীষ আজকে পূজার দিনে
দুঃখী যারা তোমার আশীষ বিনে
তাদের তুমি দেখো,
পত্রে-পুষ্পে-শান্তি-সুখে ভরো
পৃথিবী আজ হোক সুন্দর তরো
সবায় ভালো রেখো।

BANGLADARSHAN.COM

ছোটোবেলা

ছোটো বেলার কথা–
মনে পড়লে আজ বড় কষ্ট হয়।
দশটা বাজলেই ইস্কুলে পাঠাত মা,
লুকিয়ে থাকতাম সদরের
এক কোণে, ইস্কুলের ঘণ্টা
শোনার পর বাড়ী চলে
আসতাম। কারণ একটাই,
ওখানে যেতে আমার ভাল
লাগত না, তার উপর
ইস্কুলে আমায় ভর্ত্তিই
করা হয়নি তখনো।
আর ঐ নামতা পড়ানো
শুনলেই আমার রাগ
হত। আজ হাসি পায়–
আজ আমি গণিতের ছাত্রী।
মনে পড়ে–ভোরবেলা
ফুল তোলা–পুণ্যিপুকুর
গোকাল ব্রত উদ্‌যাপনের
জন্য। আম কুড়োনো।
আরও মনে পড়ে–
আম কুড়োতে গিয়ে
অলকের গলা ধরে
জলে ডুবে যাওয়া
তারপর জল থেকে তুলে
এনে জ্যাঠামশাইয়ের বকা।
ভুলতে পারিনা কিছুতেই।
কলকাতা থেকে সপ্তাহ
অন্তে বাবা আসবে বলে

BANGLADARSHAN.COM

পুকুরপাড়ে ডিমেশাক তোলা,
সজনে ফুল কুড়ানো,
কিছুই ভুলিনি আজও।
তারপর–
পোষ পাবনের দিনে
আস্‌কে, পিঠে, নারকেলকোরা
খেঁজুরে গুড়, রসফুলুরি
পাটিসাপটা সব ছিল।
আজ সবেরই স্বাদ গেছে বদলে।
সংসারের চাকায় পিষ্ট হয়ে
কেবলই হিসাব কষি দাম বেশীর।
ছোটো বেলায় কুড়োনো আমে
গুড়-আম বানাতো মা
কুড়োনো নারকেলে হত পিঠে,
যদিও গাছ ছিল নিজেদের
তবু কুড়োনোর মজা তাতে
ছিল না।
খেঁজুরের গাছ জমা দিলে
আসত খেঁজুরে গুড়।
তার সুবাসই আলাদা।
বাবা ময়দার রুটি খেত
সেই গুড় দিয়ে।
আর আজ!
কাঁচা আম পনের টাকা কিলো।
নারকেল বারো টাকায় একটি।
গুড়ের স্বাদ ভেলিগুড়ের মতো।
দাম আর স্বাদের হিসেবে
সব যেন কেমন নোনতা।
তাই বলি–হে ঠাকুর, ফিরে দাও
সেই ছেলেবেলা। আম, নারকেল
তাল কুড়িয়ে কাটুক দিন।

BANGLADARSHAN.COM

পরে বড় হব।

বড় হওয়া বড় জটিল।

এ জটিলতা–

চাইনা, চাইনা, চাইনা।

BANGLADARSHAN.COM

হারানো স্মৃতি

ফুলে ফুলে গাছ
ভরে যেত যবে
মন হয়ে যেত উন্মন,
আজও ফিরে আসে
স্মৃতি সুমধুর
হেরিলে ও' ফুল কাঞ্চন।

সদরের ঘাট
শিব মন্দির
ফজলি আমের গাছ,
আজো মনে পড়ে
নব কিশলয়ে
যত পাখিদের নাচ।

BANGLADARSHAN.COM

আশু-দাদু আর
আকাশ প্রদীপ
রাসফুলে ঘেরা রাস,
দালানেতে পূজা
তারই চারপাশে
যত শরিকের বাস।

ঢাকের আওয়াজ
কাঁসির বাদন
ঠাকুর বাড়ির মাঝে,
আরতির কালে,
ব্যস্ত সকলে
কাঁসর-ঘণ্টা বাজে।

রাজবেশ আর
কোটাল বেশের
মাঝে যে রাখাল সাজ,

নেই সেই ধূম
নেই আশুদাদু
মাথায় ময়ূর আজ।

শোলার ময়ূর
‘পেড়ে দাও’–বলে
কেউ করেনাতো বায়না,
আছে ভাঙাবাড়ী
আছে রাস, দোল
আছে সে সাবেকী আয়না।

যে যায় সে দ্যাখে
ঠাকুর দালান
বনেদী বাড়ীর স্মৃতি,
আছে রাধারানী
আছে সে কৃষ্ণ
আছে পাঁজি ঘেরা তিথি।

BANGLADARSHAN.COM

কাঞ্চন গাছ
সেও আছে আজ
ছেলেরাও করে খেলা,
আমরা সবাই
ভিনদেশী হায়!
হারিয়েছি ছেলেবেলা।

মুক্তি

এক একদিন এমনই হয়–
কোনো কিছুই ভাল লাগে না,
কাউকেই বিশ্বস্ত বলে মনে হয় না।
চেনা মুখ কেমন অচেনা লাগে,
অযথা রাগ হয়, দুঃখ হয় আরো,
মনে হয় সারাদিন একা বসে কাঁদি।

কেন এমন হয়! জানিনা–
শুধু এইটুকু জানি 'মন ভাল নেই।'
ভাল হবে একদিন এমন আশা নিয়েই
পার হয় একদিন–আর একদিন–
আরও একদিন।

BANGLADARSHAN.COM

এমন আশায় থাকতে থাকতে
জীবনটাও তো একদিন শেষ হবে।
তবু আশা তো রইল,
তা তো শেষ হলনা।
সার্থক হল আমার বেঁচে থাকা।
বেঁচে মরে থাকার মধ্যে কোনো
আনন্দ নেই, নেই কোনো সার্থকতা।
'কোনো অন্যায় করব না কোনোদিন
কোনো দম্ভের কাছে মাথা নত করব না'–
এই হোক আমার জীবনের ব্রত।
চাই না কোনো পার্থিব সুখ
চাইনা কোনো অহেতুক অনুকম্পা
চাইনা মাথা নত করে কারও সামনে দাঁড়াতে
শুধু চাই–'সবাই ভাল থাক, যে যার নিজের
গন্ডিতে।' আর চাই–'ভগবান যেন
কূপমণ্ডুকতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেন।'

বাবা

সকল কর্ম করি সমাপন
নিরবে লইলে ছুটি,
মৃত্যু মানিল না শুধু
জীবনের চরম ভ্রূকুটি।

অনিত্য এই বসুন্ধরায়
রইল না বন্ধন,
জন্ম যেথায় পরম সত্য
মৃত্যু চিরন্তন।

যে সংসারের সকল কর্মে
তুমি ছিলে সাগ্নিক,
আত্মমগ্ন আমরা সকলে
কোথা তুমি যাজ্ঞিক!

BANGLADARSHAN.COM

মা'ও চলে গেছে অভিমানভরে
তাকায়নি ফিরে পিছু,
সাজানো বাগান গিয়েছে শুকিয়ে
মাথাও হয়েছে নীচু।

একজনে গড়ে, ভাঙে তা অন্যে
দায় তাহাদের নাই,
সব দায় নিয়ে আমি পড়ে আছি
হয়েছি যে একঠাঁই।

কেউ বোঝে নাতো হৃদয়ের কথা
হয়েছে স্বার্থপর,
ভাঙা মন নিয়ে বেঁচে মরে আছি
ভেঙেছে তোমার ঘর।

জোড়া দিতে চাই যতই যতনে
ফল তো হয়না কিছু,

অর্থই হল সব অনর্থ
সবে ছোটে তার পিছু।

আমি ছিনু তব হৃদয়ের মাঝে
অধম এক সন্তান,
যদি পারো তবে অলক্ষ্য থেকে
করো স্নেহ-বারি দান।

মায়ের আদর, তোমার স্নেহের
কাঙালিনী এই মেয়ে,
সংসার মাঝে আছে বন্দিনী
যত অনাদর সয়ে।

কেউ নেই পাশে যার আশ্বাসে
জীবন হবে গো তৃপ্ত,
অন্তবিহীন অনন্ত থেকে
করো মোরে উদ্দীপ্ত।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁধন

কত কিছু তোরে দিয়ে যাব বলে
করেছিনু কত আশারে,
কি করে বোঝাই ভালবাসি তোরে
মুখে নাই মোর ভাষারে।
ভুল বুঝে তুই ভুলে যাবি মোরে
ভুলেও ভাবিনি স্বপনে,
অন্তরে মোর গভীর আবেগে
ভালবাসা আছে গোপনে।
যত ভাবি তোরে ভুলে থাকি আমি
মনে পড়ে মুখখানি,
তুইও কি পারিস ভুলতে আমারে
যতটুকু তোরে জানি।
তবু দূরে যাস দেখিতে না পাস
প্রিয়জনের এই স্নেহরে,
মায়ের মমতা, ভায়ের আদর
দূরে ঠেলে কভু কেহরে?
পাথরের বুকে জমে থাকে জল
তা' থেকে নদীর জন্ম,
সে নদী যে মেশে সাগরের বুকে
প্রশ্ন থাকে না অন্য।
উৎসে ভুলিয়া নদী ছুটে চলে
দূরত্ব বাড়ে প্রতিদিন,
একদিন মেশে সাগরের জলে
হয়না পাহাড় শ্রীহীন।
সাগরের নোনা জলে মিশে গিয়ে
নদী ভুলে যায় পাহাড়ে,
পাহাড় ভোলে না সেই নদীটিরে
অহরহ খোঁজে তাহারে।

BANGLADARSHAN.COM

পাহাড়ের গায়ে আছে গাছপালা
ছায়া দান করে তাহারা,
বুকে শুধু জল বয়ে যাবে বলে
রাতদিন দেয় পাহারা।
তাদের বিছানো স্নিগ্ধ ছায়ায়
উৎস যে থাকে সুখে,
তবুও ভোলেনা সেই নদীটিরে–
জন্ম যে তারই বুকে।

BANGLADARSHAN.COM

অবহেলিত

পথের পাশে ফুটেছিল
নাম-না-জানা ফুল,
তারেই তুমি ভালবেসে
করলে আর এক ভুল।
ফুলের রঙে বিভোর হয়ে
নিলে আপন করে,
দিনের শেষে পাপড়িগুলো
যখন গেল ঝরে–
তখন যে তার পরিচয়ের
পালা হল শুরু,
অজানা এক ভয়ে তোমার
বুক যে দুরু দুরু।
ভাবলে তখন–আগাছা এক
এল কোথা হতে!
বাগানখানা ভরিয়ে দেবে
গন্ধবিহীন স্রোতে।
তাইতো তখন শুরু হল
গাছ নিড়ানোর পালা,
বাহারী সব ফুলের মাঝে
রঙের অবহেলা।
হারিয়ে গেল ছোট্ট সে ফুল
অনাঘ্রাণের দেশে
শেষ পরিচয় টুকুও তার
হারিয়ে গেল শেষে।
কারও কিছু কেড়ে নেবার
ছিলনা তার আশ,
কোনো কথা বলার সেদিন
হয়নি অবকাশ।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক কিছু হারিয়ে গেল
অনেক দিল দাম,
কৌলিণ্যের গণ্ডিতে তার
থাকল না যে নাম।
সেই বাগানের একটি কোণে
থাকত যদি পড়ে,
অবহেলায় রসদ পেত
মাটি আঁকড়ে ধরে–
হয়ত সে তার জীবন পেত
অন্ধকারের মাঝে,
মাটি থেকে তুলত মাথা
প্রতি সকাল সাঁঝে,
অবহেলায় কাঁদল সে ফুল
ভুলল নিজের নাম,
এই মাটিতে রাখল শুধু
বিস্মিত প্রণাম।

BANGLADARSHAN.COM

অরূপার শিবরাত্রি

অরূপ সেদিন ছিল খুবই ছোটো,
সবার দেখে করেছিল মৌনী শিবের ব্রত।
সকাল থেকে ছিল সে উপোষী,
আয়োজনও ছিল না খুব বেশী।
হাসছে, ফিরছে, ছুটছে করছে খেলা,
শিবের জন্য গেঁথেছিল আকন্দেরই মালা।
সঙ্গীসাথী সবাই আছে, পূজো সন্ধ্যেবেলা,
দুপুরবেলা হঠাৎ যে তার সয়না পেটের জ্বালা।
শুনেছিল শিবের মাথায় ঢালতে হবে জল–
তাতে হবে ছোট্ট মেয়ের অমোঘ পুণ্যফল।
তাড়াতাড়ি তাই সে গেল আনতে জলের ঘটি,
মাথার চুলে শ্যাম্পু করা খুবই পরিপাটি।
কা'রও কথা শুনল না সে ছুটল দেউল পানে,
জলের ঘটি ঢেলে মাথা করল সিক্ত স্নানে,
তাকিয়ে দেখে শিবলিঙ্গ আছে বহুদূরে,
ভুল করে সে ঢেলেছে জল পুরুতেরই শিরে।
বাড়ী ফিরে কোনো কথা কয়নি কা'রও কাছে,
পেটটি পুরে খেয়ে তবে প্রাণটি তাহার বাঁচে।

আজ বহুদিন পরে সে যে পেয়েছে তার ফল–
সেদিন ভুলে ঢেলেছিল পুরুত মাথায় জল,
মৌনী শিব যে এসেছিল সেদিন পুরুত সাজে,
সিক্ত সে শিব ঠাণ্ডা হল ভীড়ের চাপের মাঝে।
ঠাণ্ডা মাথায় করেছিল তারে আশীর্বাদ,
'জীবনে তুই শান্তি পাবি, পূরবে রে তোর সাধ।'
তাইতো সে আজ সংসারেতে আছে, পরমসুখে
সবার কথা শোনে বসে, কথাটি নেই মুখে।
চাকরি, বাড়ী, মেয়ে, স্বামী, সুখেরই সংসার,
এক ঘটিতেই ত্বরেছে সে সকল দুঃখভার।

BANGLADARSHAN.COM

ভিখারিনী

শুধু এক ভিখারিনী মেয়ে
থাকে পথ চেয়ে
উদাস ব্যাকুল দুটি চোখ।
বাবা-মা যে কোথা ছিল তার
ভুলেছে যে আর–
কে যে ছিল আপনার লোক।
ছোট শিশু যেই হল বড়
ভয়ে জড়সড়
কোথা যাবে! কে বা নেবে ভার!
স্টেশন-শেডের এক কোণে
খুবই আনমনে
পেতেছে সে, আপনার ঘর।
যেখানে যা-পায় তাই খায়,
পথিকে শুধায়–
‘দিদি, আছো ভালো?’
উত্তরের করে না সে আশ,
হাসির আভাস
নিমেষে মিলায়, মুখ কালো।
মলিন, জীর্ণ তার শাড়ী
আড়ালে তারই
ঢাকে সে লজ্জা আপনার,
সজল, সঘন দুই চোখ
দেখে সব লোক,
কাটে না তো করুণ আঁধার।
আজ তাই ভিখারিনী মেয়ে,
সোজা পথ বেয়ে,
পিষ্ট হল ট্রেনের চাকায়,

BANGLADARSHAN.COM

কেউ তো ভাবেনি তার তরে,
কাঁদি নিজ ঘরে
ভাবি, ‘হল আপদ বিদায়।’

BANGLADARSHAN.COM

আকাল

সকাল থেকে উঠে–
শুধু নেই, নেই, নেই।
জল আছে, আলো নেই।
চাল আছে, গ্যাস নেই।
কয়লা আছে, উনান নেই।
তেল আছে, মশলা নেই।
চা আছে, চিনি নেই।
রেশন আছে, গম নেই।
লাইন আছে, কেরোসিন নেই।
ফাঁকি আছে, আইন নেই।
এই নেই–নেই–নেই–
শুনে শুনে একসময় মনে হয়
আমাদের বাঁচা, মরা সবই আছে
শুধু বেঁচে থাকার অধিকারটুকুই নেই।

BANGLADARSHAN.COM

সবার উপরে বেয়ারা সত্য

অফিস ঘরে থাকেন সাহেব
সবাই ডাকে ‘বাবু’,
তাঁর বেয়ারা নিত্যানন্দ
করল তাকে কাবু।
হাজার লোকে সেলাম ঠোকে
‘নিত্য’ যে রয় জাগি
‘সেলাম পিছু আধুলি পায়’–
লয় সে নিজে মাগি।

সবার মুখে নালিশ শুনে
বাবু গেলেন রেগে
‘দেখা করার জন্য টাকা!’
যা ব্যাটা তুই ভেগে।

BANGLADARSHAN.COM

নিত্য বলে–‘বাবু, আমার
হয়েছে যে পাপ,
আর কোনোদিন হবে নাকো
এবার করুন মাপ।’

বাবু বলেন–‘নিত্য, যারা
আসে আমার কাছে,
তাদের নিয়েই কাজ যে আমার
লইলে কি মান বাঁচে?
আসেন যাঁরা, তাঁদের তুমি
পাঠাবে মোর ঘরে,
প্রণামীটা বন্ধ কোরো
এই পাঠানোর তরে।’

নিত্য ভাবে–উপরি পাওনা
হল যে মোর বন্ধ,
মাস-মাহিনায় ভরবে কি পেট?

বাবু বড়ই অন্ধ।
প্রতিদিনের অতিথিরা
আসেন দলে দলে,
নেই যে কোন বাধা-নিষেধ
বাবুর হুকুম চলে।

ঘরের মাঝে ভীড়ের ঠ্যালা
সামলানো আজ দায়,
সকল কাজ ফেলে সাহেব
'নিত্য'–পানে ধায়।

"এত লোক এক সাথেতে
নেই কি কোনো 'কেয়ার?'
ঘরের মধ্যে আছে জানো–
চারটি ছোটো চেয়ার।
নিয়ম মেনে চলতে হলে
পাঠাও চারজনে
ভীড়ের ঠ্যালায় প্রাণ বাঁচে না
থাকে যেন মনে।"

নিত্য বলে–আচ্ছা সাহেব,
থাকবে আমার মনে
নিয়ম মেনে করব যে কাজ,
পাঠাব চার জনে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে
এই নিয়মই ধরে,
এলেন বাবুর উপর-ওয়ালা
তার ক'টি দিন পরে।

নিত্য তাঁকে ভালই চেনে
জানে বাবুর 'স্যার'–
তবু তাঁকে থামিয়ে বলে–
আর কিছুক্ষণ পর।

BANGLADARSHAN.COM

রেগে আগুন হয়ে ভাবেন–
বাবুর উপরওয়ালা
কাজের খবর নিতে এসে
দাঁড়িয়ে থাকার পালা।

ঘণ্টাখানের পরে যখন
ঢোকেন ‘বাবু’র ঘরে,
‘উপর-ওয়ালা’র মুখ চেয়ে
প্রাণটি যে নেই ধড়ে।

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে তাঁকে
করেন তিনি শান্ত,
কি থেকে আজ কি হয়েছে
বলেন আদ্যোপান্ত।

দিনের শেষে কাছ গিয়ে
ডাকেন বাবু–“নিত্য,
তোর নিয়মই চালু রেখে
ভরা আমার চিত্ত।
তুই যে সবার উপরওয়ালা
এই বুঝেছি সত্য,
আজি হতে জগৎজনে
জানাব এই তথ্য।”

BANGLADARSHAN.COM

বকুল কথা

ইস্কুলেতে পড়তে যেত
ছোট্ট পল্লীবালা,
তারে তুমি পড়িয়েছিলে
বকুলফুলের মালা।
শরৎবাবুর পরিণীতার
পূর্ণ সে প্রকাশ,
তোমার চোখে দেখেছিল
নিজের সর্বনাশ।
ছোট্ট মেয়ের সাথে সেদিন
খেলেছিলে খেলা,
খেলার ছলে পড়িয়েছিলে
বকুলফুলের মালা।
সেই বকুলের গন্ধে আকুল
ছিল প্রথম প্রেম,
ব্যাকুল হৃদয় হারিয়ে গেল
কেমনে দেখলেম।
তোমার তখন মুগ্ধ-করা
প্রথম যৌবন,
এক নিমেষে হরেছিলে
পল্লীবালার মন।
কুমারী মন বড়ই ব্যাকুল
তোমায় পাবার আশে,
হারিয়ে গেলে কাজের টানে
ফিরলে না তার পাশে।
দিনের পরে দিন চলে যায়
বছর হল শেষ,
মনের মধ্যে রইল শুধু
প্রথম প্রেমের রেশ।

BANGLADARSHAN.COM

আজকে তুমি প্রতিষ্ঠিত
তোমারই সংসারে,
বকুলমালার কথা তোমার
মনেও নাহি পড়ে,
ছোট্ট গাঁয়ের সেই পড়ুয়া
ছোট্ট পল্লীবালা,
সময় গেলেও যায়নি ভুলে
সেই বকুলের মালা।
প্রথম প্রেমের সাক্ষী ছিল
তোমার দেওয়া মালা,
শুকিয়ে যাওয়া ফুলগুলি তার
আজও যে দেয় জ্বালা।

BANGLADARSHAN.COM

বন্দী কে?

বনের পাখী ময়না ছিল
মনের সুখে বনে,
ফন্দী করে সাহেব তাকে
ভরল খাঁচার কোণে।
বনে-ঘেরা বাংলো বাড়ী
সাহেব বড় একা,
শূন্য বাড়ী ঘুমিয়ে থাকে
সারাদি দিন, ফাঁকা।
ভাবলো সাহেব-সঙ্গী হবে
ছোট্ট পাখী ময়না
মনের সুখে কইবে কথা–
দেরী যে তার সয়না।
হঠাৎ শোনে বন্দী-পাখী
চেঁচায় তারস্বরে,
সঙ্গীহারা হয়ে খাঁচায়
গুমরে সে যে মরে।
সে ডাক শুনে ছুটে এল
তার সে বন-সঙ্গীটি
অদ্ভূত তার ডাকের বাহার
আদরেরও ভঙ্গীটি।
ফিরে গেল বনের মাঝে
ডাকল যত বন্ধুরে,
ময়নার দল এল ছুটে
যে ছিল আজ যদ্দুরে,
সাহেব দ্যাখে বাংলো ঘিরে
আছে যত ময়না,
কি করা যে উচিত এখন
ভেবে সে তো পায়না।

BANGLADARSHAN.COM

সাহেব ভাবে বাইরে যাবে–
উপায় কিছু নাই,
যেদিকে যায় ময়নার দল
পিছু পিছুই ধায়।
ঘেরাও সাহবে বন্দী হয়ে
রইল গৃহকোণে,
চারিদিকে তাকিয়ে শুধু
ময়নারই ডাক শোনে।
ময়না তাহার সঙ্গী হবে
ছিল মনের আশা,
বিরহীনি ময়না শুধু
বুঝল না তার ভাষা।
হঠাৎ সাহেব এগিয়ে গেল
বন্ধ খাঁচার কাছে,
খুলে দিল দরজা খাঁচার
বন্দী 'সে' হয় পাছে।
ময়না সুখে গেল উড়ে
বনের সাথী সনে,
বন্দী-সাহেব মুক্ত ঘরে,
ময়না মুক্ত বনে।

BANGLADARSHAN.COM

একাকীত্ব

সেইতো প্রথম
বিদেশ দেব পাড়ি,
ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীকে ছেড়ে,
ছেড়ে নিজের বাড়ী,
তার সাথেতে আছে আমার
বৃদ্ধ বাবা মা,
সকলেরই এক সাথে কান্না!
সকল কিছু করি উপেক্ষা
বিদেশ গিয়ে
নিতে হবে
নতুন কিছু শিক্ষা।
ইঞ্জিনিয়ার আমি
বিদেশ যাওয়া
বড় বেশী দামী।
মাস কয়েকের পরে,
আসব ফিরে ঘরে
তবু সবাই বড়ই উতলা।
এরই মাঝে এল আমার
টিকিট কাটার পালা।
বোম্বে গিয়ে–
বোর্ডিং কার্ড নেবার বেলা
অনুরোধে চেয়েছিলাম
ধারেরই জানালা।
প্রথম আমার
বিদেশ যাওয়া
প্লেনে উঠে প্রকৃতিকে
প্রথম দেখতে পাওয়া।
ভদ্রলোক দেখিয়েছিলেন–

BANGLADARSHAN.COM

আশার ক্ষীণ আলো,
বলেছিলেন, ‘কপাল তোমার ভালো’
নির্দ্দিষ্ট দিনে,
আত্মীয় জন বিনে,
বসি গিয়ে–
নিজের পাওয়া ‘সিটে।’
এমন সময় শোনা গেল
কণ্ঠস্বর মিঠে–
‘এই সিটটা আমায় ছাড়েন যদি?’
মনটা যখন
কানায় কানায়
দু-কূল ছাপা নদী,
অনুরোধের কাতরতায়
আমি দ্বিধাগ্রস্ত,
সামনে সিটের
সাহেব আমায়
করলেন আশ্বস্ত।
‘বোর্ডিং কার্ড নেবার দিনে
ছিলেম তোমার পাশে,
শুনেছিলেম ‘অনুরোধ’
এই সিটেরই আশে।
‘বোসো হেথায়
লজ্জা কিছু নাই।’
অধ্যাপনার কাজে প্রায়ই
এদিক ওদিক যাই।
পরিচয়ের ফাঁকে
চিনেছিলেন তাঁকে,
জেনেছিলেম নাম,
পেয়েও ছিলেম পরিচয়ের দাম।
জামার্নীতে থাকেন তিনি
অধ্যাপনার কাজে

BANGLADARSHAN.COM

‘জিম’ নামে সবাই চেনে
পরিচিতের মাঝে।
ঠিক সময়ে ল্যাণ্ড করল প্লেন
গেলেম শালীর বাড়ী
শালী তাড়াতাড়ি
ছুটে এলো দ্বারে,
আনন্দেরই অশ্রু তাহার
দু’চোখ বেয়ে পড়ে।
এমন সময় ঝনঝনিয়ে
উঠল বেজে ফোন,
অচেনা এক কোন–
‘জিম’ আছে ঐ প্রান্তে
ছুটে এসে শালী আমার
চায় পরিচয় জানতে।
হেসে বলে, ‘জামাইবাবু
প্রথম পরিচয়েই কাবু
সাহেব জার্মানীর?
অবাক আমি!
এই বিদেশে
সকাল বেলায়
ডাকছে যে, সে–
নয়তো কোনো ছোটো কেহ
সে এক কর্মবীর।
এইতো সবে
এলেন হেথায়
এসেই নিমন্ত্রণ?
ফ্রাঙ্কফুটেতে যেতেই হবে
জিম করেছে ফোন।
সময় করে
গেলেম জিমের বাড়ী
খুবই তাড়াতাড়ি

BANGLADARSHAN.COM

বাড়ী বড়ই ফাঁকা
জিম সারাদিন একা।
দিন দুয়েকের শেষে
কৌতুহলের বশে
বলেছিলেম, ‘জিম
হয়নি তোমার বিয়ে?’
হঠাৎ দেখি
চোখ দুটি তার
উঠল ছলছলিয়ে।
বলেছিল, ‘ব্যক্তিগত কথা
বলা মানা হেথা।’
কারও কথা জানতে চাওয়া
নয় কোনো দস্তুর।
আওয়াজে তার শুনেছিলাম
আর এক করুণ সুর।
BANGLADARSHAN.COM
এরও পরে জিম
দিনের পরে দিন
আমায় নিয়ে সাথে
ঘুরেছিল জার্মানীরই পথে।
আরও কদিন পরে,
বলল করুণ সুরে–
‘এই যে আমার বাড়ী
হেথায় আমি একা,
খালি বাড়ী পড়ে থাকে
সারাটি দিন ফাঁকা।
হেথায় তুমি এসে
থাকবে কি এই দেশে?
সাথে নিয়ে ছেলে, মেয়ে, বউ?
বলেছিলেম, ‘এ যে অসম্ভব!
ভাবছ তুমি–আমার
নেই আর কেউ?

আছে আমার
বৃদ্ধ বাবা, মা
আসার সময় দেখেছিলাম
তাদেরই কান্না।
আমার এ উত্তরে,
ক্ষণকালের তরে,
হয়েছিল জিমের মুখটি কালো,
বলেছিল–'তোমার দেশের
বাবা-মায়ের
ভাগ্য বড় ভালো।'
আমাদের এই দেশে
সপ্তাহের শেষে, প্রতি শুক্রবার,
চলে যায় সমুদ্রকিনারে
পুরো পরিবার।
দুদিন ধরে কাটিয়ে ছুটি
ফেরে রবিবার।
BANGLADARSHAN.COM
সেই নিয়মই ধরে–
আমার স্ত্রী, তার-ভাই
এক সাথেতেই যাই।
সাথে থাকে
ছোট্ট-মেয়ে-সিমি
আর তার মামী।
নিয়মমত সবাই গেল 'সী'-এ
আমি শুধু আটকে পড়ি
হঠাৎ কাজে গিয়ে।
পরের দিন সকালবেলা
যাব তাদের কাছে,
এমন কথাই আছে।
খবর এল–
পরের দিন প্রাতে,
ঠিক আগের রাতে

ঘটেছে এক বিরাট দুর্ঘটনা।
মারা গেছে বেশ কয়েকজনা,
যায়নি কারেও চেনা।
ছুটে গেলাম
উন্মাদেরই প্রায়
গিয়ে দেখি হায়!
চেনার নেই উপায়।
শুধু লাশের মাঝে
ছোট্ট আমার মেয়ে,
আছে বেঁচে
আমারই পথ চেয়ে।
বয়স বছর আড়াই
মুখেতে তার হাসি,
দুঃখ মাঝে সে যেন এক
সুখ যে রাশি রাশি।
BANGLADARSHAN.COM
সকল দুঃখ ভুলে,
নিলাম কোলে তুলে।
সেই মেয়েকে বুকে নিয়ে
কাটছে আমার দিন–
একা, বন্ধুহীন।
মা বেঁচে নেই তার,
নতুন করে পাতব যে সংসার,
এমন মনে হয়নি কোনোদিন।
নতুন কোনো আঘাতে সে
হয়গো যদি হীন
এই ভয়েতেই ছিলাম জড়সড়,
বাবা-মায়ের সমান স্নেহে
করছি তাকে বড়।
সেই মেয়ে যে হবে আমার পর-ও
এমন কথা ভাবিনি স্বপনে।
বাবা-মেয়ের দূরত্ব যে

বাড়ছে ক্ষণে ক্ষণে
এ আশঙ্কাও হয়নি কভু মনে।
‘নিউক্লিয়ার ফিজিক্স’ নিয়ে পড়ে,
নিয়মিতই সে কলেজ করে,
পাশ করে সে ফিরল যেদিন ঘরে,
আনন্দেতে ভরেছিল সীমা।
তারপরে সে চাকরি নিল দেশে
অষ্ট্রেলিয়ান যুবায় ভালবেসে
বলল যেদিন এসে–
‘বাবা, হেথায় ‘ফিল’ করছি ‘বোর’
সেদিনই তো কাটল আমার ঘোর
বিসর্জিত হল যে প্রতিমা।
করেছিলাম মৃদু প্রতিবাদ,
মেয়ে তাতে সেধেছিল বাধ,
বলেছিল–যাব কানাডায়
দুজনে সেথায়
বাঁধব সুখের ঘর।
আমি হলেম
চিরতরে পর।
সেদিন থেকে–
আছি আমি একা
পাই যদি আজ
সেই নিঠুরের দেখা,
জিজ্ঞাসিব তারে নয়ন জলে–
কোন সে পাপের ফলে
হল আমার সারাজীবন মাটি?
ভালবাসাও হেথায় নয়কি খাঁটি?
স্নেহ, মায়া, প্রেম
সকলই কি মোহ?
ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী
নয়কি আপন কেহ?

BANGLADARSHAN.COM

চুরি

সেপ্টেম্বর ঊনিশ তারিখে
পড়াও হবেনা পূজার হিড়িকে!
বিশ্বকর্মা পূজার নিরিখে
আসেনি ইস্কুল-গাড়ী।

‘মেয়েটিরে দিয়ে ইস্কুল ফিরে,
থেকো আজ ঘরে’—বলেছিনু তারে
হাতে দিয়ে চাবি, বলি বারেবারে
‘সারাদিন ফাঁকা বাড়ী।’

চাবি সে রেখেছে বালিশের নীচে,
চোরের চুরিতে দেরী হয় পাছে,
ছাদের চাবিটি ছাদেতেই আছে,
নেই কোনো মুশকিল—
জানিনা সেসব, ভাবিনি স্বপনে
বিড়ালের মত কখন গোপনে
ছিল চোর ঢুকে কোথায়? কেমনে?
পালিয়েছে খুলে খিল।

কয়েকটি দুল, আর দুটি বালা,
অনেক যতনে দিয়েছিনু তালা,
নিরাপত্তার বেষ্টনী ভাঙি
ঢুকিল কখন চোর।

যখন বিকালে ফিরিলাম বাড়ী,
বাড়ীর সামনে পুলিশের গাড়ী,
দোতলার ঘরে ভাঙা আলমারী
‘জবান’ চাই যে মোর।

দুরু দুরু বুকে দিই বর্ণনা,
মেকি পাথরের কত যে গহনা,

BANGLADARSHAN.COM

তার সাথে ছিল ক'টি খাঁটি সোনা
লিখে নিল নোটবুকে।
ফিরে গেল ঘরে পড়শীরা যত,
মোর বুকে শুধু রয়ে গেল ক্ষত,
যে যাহার কাজে হইল যে রত,
আমি থাকি শুধু দুখে।

এমনি করেই ঘুরিল বছর
থানার 'শমন' এল এরপর
উকিল সমুখে বলে দিতে হবে
'পুলিশ তো নয় দুষ্ট,'
প্রাণপাত করি খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
যে যাহার ভাগ নিয়েছে বুঝিয়া,
আমাকেই তারা সাক্ষী মানিয়া
'করেছে যে সন্তুষ্ট।'

BANGLADARSHAN.COM

উপলব্ধি

সোনার খাঁচার ছোট্ট পাখী
করতে বড়ই ডাকাডাকি
অচিন দেশের হীরককুমার
এল সে ডাক শুনে,
সোনার খাঁচার দরজা খোলা
ছোট্ট পাখীর মন উতলা
মনে কবে লাগবে দোলা
কাটছিল দিন গুনে।
কুমার ছিল বড়ই সাদা
চারদিকে তার বিরাট বাধা
পুরো সে নয় শুধুই আধা
কূল তো নাহি পায়,
হীরক খাঁচার দাঁড়ে বাঁধা
মেকি আলোয় লাগে ধাঁধা
মধুর বুলি ‘কৃষ্ণ-রাধা’
কেবলই আওড়ায়।
সোনার খাঁচার মধুর আলো
বইত বাতাস লাগতো ভালো
হীরের খাঁচার সবই কালো
পথ খুঁজে না পাবে,
মনেতে সাধ শুধুই ওড়ার
সাথে নিয়ে হীরক কুমার
স্বপন দেখাও শেষ যে তোমার
ডানাই ঝাপটাবে।

হারিয়ে গেছো ছোট্ট পাখি
বংশী বটের তলে,
মিলনতিথির শুভক্ষণে
মাল্যদানের কালে।

BANGLADARSHAN.COM

অহমিকার পাহাড় ঘেরা
ছোট্ট দ্বীপের মাঝে,
সহজ, সরল, স্বাভাবিক এক
কুমার যে বিরাজে।
সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি
আছে যাদের হাতে,
তারাই যে তার ঘুম ভাঙাবে
ঘুম পাড়াবে রাতে।
তুমি শুধু খড়-কুটো সব
আনবে ঠোঁটে তুলি,
গড়তে ছোটো সুখের বাসা
সেও যে যাবে ভুলি।
প্রিয়তম পৃথ্বীরাজের
দেওয়া হাজার কথা,
ছোট্ট কারার অন্তরালে
উঠবে হয়ে ব্যথা।
মরুভূমির মরীচিকা
অন্তবিহীন শুধু,
তৃষিত প্রাণ করে আনচান
ওগো ‘বালিকা বধূ।’

BANGLADARSHAN.COM

বিদায়

যেদিন মঙ্গলশঙ্খ বাজিল এ গৃহে,
বাঁধিনু জীবন তব প্রিয়জন সাথে,
সেদিন মুছিয়া গেল সব লেনা-দেনা
বাহিরিনু একাকীর একতারা হাতে।
মুহূর্ত্তে ছিন্ন হ'ল অদৃশ্য আঘাতে
স্নেহ, মায়া, বন্ধন, ভালবাসা যত
একাকী ফিরিয়া গেনু সেই চেনা গৃহে
ভাগ্য করেছে মোরে যেথা বিড়ম্বিত।
যে আনন্দে মগ্ন ছিনু, আশায় বিহ্বল
হতাশার দীপধূমে কলঙ্কিত আজি
অচেনা সুদীর্ঘ পথ দিতে হবে পাড়ি
নিরাসক্ত নির্মমের মত হয়ে রাজি।
রিক্ততায় নিঃস্বতায় অসম্মানভরে
উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত
বর্জন কোরোনা মোরে অবহেলাভরে,
অহেতুক কোরোনা বঞ্চিত।
যে আশায় গেঁথেছিনু মোর মালাখানি
ছিঁড়েছে তা অবহেলা সয়ে,
স্মৃতি শুধু পড়ে আছে বিস্মৃতি সম
অদৃশ্য বন্ধন গেছে রয়ে।
কলরব-মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গনে
যে আসন হয়েছিল পাতা,
অবহেলা, অসম্মান, রূঢ় আচরণে
নত যে হয়েছে মোর মাথা।
উপহার-প্রত্যাশায় বাড়াইনি হাত,
ভাগ্যকে করেছি সাথী মোর,
অযাচিত যা পেয়েছি থাক সত্য হয়ে
সত্য হোক মাতৃস্নেহ-ডোর।

BANGLADARSHAN.COM

পূজো এল

সকাল থেকেই শরৎ আকাশে
নির্মল মেঘ ভাসে,
তারই বুক চিরে রবির কিরণ
যেন মিটিমিটি হাসে।

কাশবনে ওঠে ঢেউ উতরোল
শিউলিরা ঝরে ঘাসে,
দুঃখ, বিষাদ, মৃত্যু ভুলিয়ে
প্রতি বছরই মা আসে।

কারো মুখে হাসি, কারো চোখে জল
তবুও যে এল পূজো,
চারিদিকে নানা দুঃখের মাঝে
আনন্দটুকু খুঁজো।

BANGLADARSHAN.COM

হিংসা, দ্বন্দ্ব, বিভেদ ভুলিয়া
এসো হে উদার প্রাণ,
তুমি আছো বলে আজো ফোটে ফুল
আজো পাখি গায় গান।

এসেছো যখন ধরণীর বুকে
যেতে হবে একদিন,
তবে কেন মিছে এই হানাহানি
নিজেরে করিছ হীন?

সকল দীনতা মুছে ফেল আজ
পশুরে না দিয়ে বলি–
ক্ষণিকের তরে সকল স্বার্থ
দাওনা–জলাঞ্জলি।

আমরা হেথায় আনিব শান্তি
স্নেহবারি সিঞ্চনে,
আমরা ঘুচাব ধরার ক্লান্তি
স্নেহ-মায়া বন্ধনে।

নব আনন্দে মাতিব আমরা
মিলনের উৎসবে,
কর্মই হোক জীবনের পণ
নীতি নব অনুভবে।

BANGLADARSHAN.COM

লাশ কাটা ঘর ও ডোমশিশু

লাশ কাটা ঘরে
আছে থরে থরে
বে-ওয়ারিশ যত লাশ,
তারই চারপাশে
ছোট ছোট ঘরে
যত ডোমেদের বাস।
ছোটো কোয়ার্টার,
লাশ কাটা ঘর
দূরত্ব নেই কিছু,
তারই মাঝে বাড়ে,
প্রতি ঘরে ঘরে
ছোট, বড় সব 'শিশু।'
মৃত্যু যেথায়
চরম সত্য,
জন্ম যে তারই পাশে,
চারিদিকে এই
বিশাল পৃথিবী,
তাতে কিবা যায় আসে?
বাবারে খুঁজিতে,
নিজেরে লুকাতে
সকাল বিকেল বেলা,
লাশ কাটা ঘরে,
লাশের আড়ালে
করে লুকোচুরি খেলা।
মৃত্যুরে এরা
পায়ে দলিয়াছে
গায় জীবনের গান,
হাসে, খেলে, গায়

BANGLADARSHAN.COM

কিছু না ডরায়,
উছল তাদের প্রাণ।
ভীষণ গরমে
ঢলে পড়ে ঘুমে,
‘শীতল লাশে’র পাশে,
লাশ কাটা ঘর
মন্দির মানে–
অনাবিল বিশ্বাসে।
ছোটো শিশু, যুবা,
দাদু–তার বাবা
চারটি পুরুষ ধরে,
‘রুটি রুজি মেনে’
বড় হয় হেথা
এই লাশকাটা ঘরে।
প্রতি বছরের
সংখ্যা তত্ত্বে
ডোমশিশু মরে বেশী,
যক্ষায় মরে
প্রতি ঘরে-ঘরে
নেই তবু আপশোষই।

BANGLADARSHAN.COM

বর্ত্তমান শিক্ষানীতি ও আমরা

বর্ত্তমানের শিক্ষানীতি,
ছাত্রমনে জাগায় ভীতি,
পড়াশোনার হবেই ইতি
নতুন সিলেবাসে,
গোড়া কেটে আগায় জল,
হাতে হাতে পাবেই ফল
আসছে তবু ছাত্রদল
শিক্ষা পাবার আশে।
ইংরাজী আজ হয়েছে গৌণ,
সকলে রয়েছে আজিও মৌন,
সিলেবাসটুকু করেই ধন্য
দেশবরেণ্য নেতারা,
প্রশ্নেই হবে উত্তর লেখা,
কেউ পাবেনা সে প্রশ্নের দেখা,
ঘরে ফিরে গিয়ে ছাত্রেরা একা
ভাববে 'লিখেছে কি তারা!'
ঠিক কিবা ভুল যাই হোক তার,
অবাধে ত্বরিবে ইংরেজী ভার,
গ্রেস-মার্কসের বদান্যতার
ভুলবে না আনুকূল্য
অভিভাবকের চিন্তার ইতি,
কেটে যাবে তাঁর ইংরাজী-ভীতি,
পাশ হবে ছেলে এই হল রীতি
নেই যে তাহার তুল্য।
যে দেশে মানুষ অতি নগণ্য
দুবেলা দুমুঠো জোটেনা অন্ন,
তাদের জন্য দেশ বরেণ্য
নেতাদের এই কাজ,

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেদের নিয়ে শুধু পরীক্ষা,
যা'তে না হয় কারো শিক্ষা,
(শুধু) সাক্ষরতার হোক গো দীক্ষা
অভিমত এই আজ।
দেখে দেখে শুধু মনে হয় আজ,
দেশে এতদিন হয়নিকো কাজ,
এইবার হবে নতুন ভারত
নতুন মূল্যায়নে,
জ্ঞান, বোধ আর প্রয়োগের ধারা
প্রতি জনে জনে জাগাবে যে সাড়া,
শিক্ষক হবে সব নীতি-হারা
নতুন অধ্যয়নে।
প্রাথমিক স্তরে শেষ সব নীতি,
ধূলায় মিশেছে পরীক্ষার রীতি
ক, খ, গ-এর মূল্যায়নে
ছাত্র হয়েছে বন্দী,
মাধ্যমিককে করিতে পণ্ড
মত্ত হয়েছে যত পাষণ্ড
শিক্ষা করিবে লণ্ডভণ্ড
এই যে তাদের ফন্দী।
এর কি কুফল সকলেই জানি,
ভাল যে হবেনা তাও মোরা মানি,
নীতি নিয়ে শুধু আজ টানাটানি
প্রতিবাদ টুকু বন্ধ,
নিজের জীবনে লাগিতে আঘাত
চিৎকার করি তুলিয়া দু-হাত,
কপালে তখন করি করাঘাত
এতই আমরা অন্ধ।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাধীনতা

ছোট্ট খুকি
দিয়ে ‘টুকি’
বলছে উঁকি দিয়ে–
‘কেন মাগো
বনের টিয়া
বাঁধছ শিকল দিয়ে?’
বনের টিয়ে
থাকনা বনে
সবুজ সনে মিশে।
কোন সুখে মা
তার পায়েতে
দিচ্ছ শিকল কষে?
দাঁড়ে বসে
বনের টিয়ে
বলবে শেখা বুলি,
সেই সুখে মা
আটকে রাখো?
দাওনা তারে খুলি।
বনের পাখী
যাক্‌না উড়ে
বনের সাথী সনে,
সবুজ টিয়ে
মনের সুখে
থাকুক সবুজ বনে।

BANGLADARSHAN.COM

আলাদিন

ভেবেছিনু বলবনা–
‘কিচ্ছু’,
কিন্তু রামটা বড়
‘বিচ্ছু।’
দিনরাত ভাঙে শ্লেট
পেনসিল,
মা’র কাছে হরদম
খায় ‘কিল।’
তবু তার নেই কোনো
লজ্জা,
কাঁদতে কাঁদতে নেয়
শয্যা।
তারপর উঠে পড়ে
বিকেলে,
রাস্তায় ঘুরে ফিরে
সে খেলে।
তাইতে হয় না তার
কষ্ট,
মা’র কাছে বলে দে’ছে
স্পষ্ট।
পড়াশোনা করবে না
কোনোদিন,
মনে ভাবে হবে সে যে
‘আলাদিন।’

BANGLADARSHAN.COM

দূরের যাত্রী

সকল কাজের মাঝেই যে তুমি
ভুলিতে পারিনা কিছুতে,
আলো-আঁধারিতে তোমাকেই দেখে
ছুটি যে ছায়ার পিছুতে।
বড়োদের দলে থাকিনা কখনও
থাকি সকলের নীচুতে,
আমার পরশে যদি আশে পাশে
ক্ষতি হয় কারো কিছুতে।

সেদিনও এমন ছিল অঘটন
ছোটো ছোটো কিছু ঘটনা,
কেউ বা মেনেছে স্থির বিশ্বাসে
কেউ ভাবে শুধু রটনা।
আমারও যে কথা ছিল বলিবার
সুপ্ত মনের গহনে,
অন্তর মাঝে শুধু হাহাকার
কোনো আয়োজন বিহনে।

শোনেনি তা কেহ, বোঝেনি আমারে
অযথা শাসন করেছে,
আহত এ-মন আঘাতে আঘাতে
হাজার মরণে মরেছে।
অসীম সাহসে হাল ধরি কষে
এ–নাবিক মোরে ত্বরেছে,
তাই তার পাশে, নব আশ্বাসে
আকাশ বাতাস ভরেছে।

আজ যদি কেহ জানায় আকুতি
দীর্ঘ পথের অন্তে,
সেদিনের যত লুকোচুরি ছিল

BANGLADARSHAN.COM

আজ যদি চায় জানতে,
আজ মহারোষে যদি মোরে দোষে
শেষ ফাগুনের বেলা,
থরে থরে আছে সাজানো সে স্মৃতি
যত হাসি, যত খেলা।

আজ বেলাশেষে খেয়ালের বশে
কোনো দাবী নাই কিছুতে,
আমি ছিনু একা, দুঃখীর দুখী
আজও আছি মহা-নীচুতে।
তোমরা যতই এগিয়ে চলবে
আমি যাব আরও পিছুতে,
তোমাতে আমাতে হবে না মিলন
মিলিব না আর কিছুতে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম যুগে যুগে

১

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক কঠিন প্রথা
ছিল না হুজুগ,
একের অদর্শনে ছিল
অন্যজনের দুখ।

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক কঠোর ব্রত
নয় সে কোন সুখ,
পড়বে ধরা এই ভয়েতে
কাঁপত সবার বুক।

BANGLADARSHAN.COM

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক অভিমানী
মেয়ের পরম সুখ,
মান ভাঙাবে কাব্যকরে
পাঠাবে চিরকুট।

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক নিঃসঙ্গের
ভাবনা করার ছল,
মিলবে দোঁহে এই আশাতে
বাঁধত বুকে বল।

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক বাবা-মায়ের
বিরাট অপমান,
নিজের মতে কঠোর হয়ে
দিতেন বলিদান।

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক বিরহীনির
উদাস করা মুখ,
সারাজীবন থাকত একা
এই ছিল তার সুখ।

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক প্রবাসীনির
শুধুই চোখের জল,
ফিরবে কবে সেই স্বদেশে
খুঁজত শুধু ছল।

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক অষ্টাদশীর
স্বপ্ন ভরা চোখ,
স্বপ্নালু চোখ, ভাবত শুধু–
সবার ভাল হোক।

BANGLADARSHAN.COM

সে এক অন্যযুগ–
যখন প্রেম ছিল এক নবীন যুবার
মদির দুটি নয়ান,
এক নিমেষে হরণ করা
ভীরু ব্যাকুল মন।

২

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক ডিগ্রী নতুন
নবীন যুবার ভালে,
ঘুরে বেড়ায় হেথায় হোথায়
পাহাড় থেকে জলে।

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক অসীম সাহস
নেইতো কোনো ভয়,

কোত্থেকে যে এ দুঃসাহস
করেছে সঞ্চয়!

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক কথোপকথন
নেই যেন তার শেষ,
দেখা হলে শুধুই কথা,
নেই যে তাহার রেশ।

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক দুঃসাহসী ছেলের
নতুন খেলা,
এ'বেলা যে'জন আপন প্রিয়
ও'বেলা অবহেলা।

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক অপরিণত মেয়ের
মনের ভ্রম,
কথার পরে কথা দেওয়া
লজ্জা তাতে কম।

BANGLADARSHAN.COM

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক বাবামায়ের
আকাঙ্ক্ষারই ফল,
'অনেক পরিশ্রমের ইতি'–
সান্ত্বনা সম্বল।

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক অষ্টাদশীর
উছলে পড়া হাসি,
বিরহ নেই, নেই কোনো ভয়
সুখ যে রাশি রাশি।

আজ বর্ত্তমানের কালে–
প্রেম যেন এক নবীন যুবার
চলার নতুন পথ,
ইচ্ছে হলে থালবে কোথাও
নয় চালাবে রথ।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ কথা

ভালবাসা রক্ষা করা
এতই যদি কষ্ট,
বলছি তবে স্পষ্ট–
কাজ নেই মোর তোমার ভালবাসায়।
ছোটো ছেলে খেলার ছলে
নৌকো যেমন ভাসায়
তেমনি ঢেউয়ে দুলি,
সকল কিছু ভুলি–
চলব ভেসে কোন সুদূরের পানে,
কোথায়? কে তা জানে!
জানব শুধু–
নেই পিছনের টান,
দুকূল ছাপি আসেও যদি বান,
ভাববে না কেউ আমার তরে
ফিরি বা না ফিরি আর ঘরে।
পৌঁছে যাব কোন এক অচিনপুরে
হয়ত সেথায় রাখাল ছেলে–
বাঁশীর সুরে
সাধছে নতুন তান।
কোকিল সেথা কুহু স্বরে
ঝরা পাতার শাখে শাখে
গাইছে বসে
বসন্তেরই গান।
সেথায় আমি ভিড়াব মোর তরী
ভালবাসা নিয়ে যেথায়
নেইকো বাড়াবাড়ি।
অল্পেতে কেউ হয়না যেথায় রুষ্ট
নিজের মনে থাকে সবাই

BANGLADARSHAN.COM

অল্পেতে সন্তুষ্ট।
সেইখানেতে আপনমনে
থাকব একা গৃহকোণে
ভাবব বসে আমার 'পরে
নেইতো কারো টান।
এতদিনের অ-দর্শনে
হঠাৎ যদি পড়ে মনে
ছুটে গিয়ে বাতায়নে
করবে যে আনচান।
আমি তখন দূরের দেশে,
স্বপন-মুখর ভেলায় ভেসে
ফিরব কবে তোমার পাশে
ভাবছি শুধু তাই,
তোমার মনের বীণার তারে
বাজছে যে তান করুণ সুরে
সেই সুরেরই মুর্ছনাতে
জাগবে ভালবাসাই।

BANGLADARSHAN.COM

প্রজন্ম-পার্থক্য

এ কেমন পড়া তোর জানিনা
ভয় নেই তোর কোন কিছুতে,
সারাদিন টি.ভি. গল্পের বই
এরপরও হবে নাকি পিছুতে!

শেষদিনে যত তোর টেনশন
‘পারবি কি পারবিনা’–ভাবনায়,
‘পড়া নিয়ে নেই কোনো চিন্তা’–
বললেই মা’র খালি দোষ হয়।

আমরাও ছোট ছিনু একদিন
পড়া ছিল প্রভাতে ও সন্ধ্যায়,
তোদের সন্ধ্যা কাটে টি. ভি. তে
সকালের ঘুম ভাঙে আটটায়।

BANGLADARSHAN.COM

সকালে আমরা উঠে সব্বাই
মিলে মিশে বসতাম পাঁচভাই,
পড়াতে সবার ছিল একসুর
আজ আর সেই দিনকাল নাই।

আজ তোরা একসাথে সব চাস
ভাবিসনা মা-বাবার সীমানা,
বড়দের সামর্থ্যহীনতায়
দুঃখ ভোলেনা এই জমানা।

আমাদেরও ছোটবেলা কেটেছে
‘মা-বাবা কোথায় পাবে’–তা ভেবে,
‘মুখ ফুটে কোনো কিছু চেয়েছি’–
এমন ছিলনা কভু স্বভাবে।

দলবেঁধে ইস্কুলে–গিয়েছি
হাঁটাপথে মাইল দেড়েক প্রায়,
মেয়েদের সাইকেল ছিল না,
এঁটেল মাটিতে পা পিছলায়।

তবুওতো লেখাপড়া করেছি
ছিলনাতো ফাঁকি কোন কিছুতে
বায়না ছিল না এক বিন্দু
কখনও নামিনি ক্লাসে নীচুতে।

তোদের দিয়েছি যত লঘুভার
তত তোরা বসেছিস জাঁকিয়ে,
'যা হবার হবে'–ভেবে ছুট্‌ছিস
লাগামবিহীন ঘোড়া হাঁকিয়ে।

'সবেতে তোদের যাতে ভাল হয়'
এ'কথা তো আমরাই ভাবব,
সবেতেই যদি মুখ কালো হয়
শেষ তবে আমার এই কাব্য।

তাই বলি–'সোনামণি' ভাল হও
শুধু লেখাপড়া নয়–আচারে,
ডিগ্রী মুখ্য নয়–জীবনের
নয় ভালো-মন্দের বিচারে।

মানুষ যে হতে হবে তোমাকে
মান আর হুঁশ যার আছে দুই,
আমাদের ছেড়ে যাওয়া বাগানের
স্বপ্নের যাদুকর হ'বি তুই।

BANGLADARSHAN.COM

নববর্ষ–১৪০৫

নববর্ষের নতুন প্রভাত
সাজিল নতুন সাজে,
নবপ্রভাতের সূর্য ওঠেনি
আকাশ রাঙেনি রাগে।
মেঘের মাদলে গুরু গুরু ধ্বনি
পৃথিবীর মুখ কালো,
শৈশব-হারা আমাদের আর
কিছুই লাগেনা ভালো।
কঠোর নিয়মে চৈত্রাবসানে
হ'ল বৈশাখ শুরু
সূর্য ঢেকেছে ঘন কালো মেঘে
ঐ শোনো গুরু-গুরু।
হয়তো এ'সব মায়া-মোহ নয়
জীবনের জলছবি,
হাসি-গান-হারা এ'জীবন
তাই ওঠেনি প্রভাত রবি।
গুরু গুরু শুনে অনুভূত হয়
বুকের দোলদোলানি
বৃষ্টি যেন সে অশ্রু মোদের
বজ্র সে কাতরানি
মনের দ্বন্দ্ব যেন জেগে ওঠে
প্রবল ঝড়ের রূপে
বৃষ্টির শেষে গভীর শান্তি
ফিরে আসে চুপে চুপে।
সেই শান্তিতে স্নাত হয়ে আজ
জননী বসুন্ধরা
সাজো নব সাজে, ঘুচাও ভ্রান্তি
সরাও ক্লান্তি ত্বরা।

BANGLADARSHAN.COM

তৃষ্ণা

একটু দাঁড়াও মেঘবালিকা
এখন আমি বড়ই একা
তোমার এত কিসের তাড়া
কিসের পিছুটান!
গল্প করো আমার সাথে
ফিরবে বাড়ী রাত বিরেতে
এখন আমার ব্যাকুল হিয়া
করছে যে আনচান।
মেঘবালিকা বলল হেসে–
কি আর হবে ভালবেসে,
তোমার সাথে গল্প করে
আমার কি বা সুখ?
হঠাৎ যদি গগন তলে,
আমার খোঁজে ঠিক সময়ে,
মিলায় হাসিমুখ।
তখন তুমি নেবে কি দায়?
নিয়ম ঘেরা আমার সীমায়
অনিয়মের বেড়া দিয়ে
ঘিরছ কেন তুমি?
নিত্য চলা এ'পথ আমার
নেই যে সময় একটু থামার
হঠাৎ পেলে তোমার দেখা
যাব তোমায় চুমি।
গল্প করা হয়নি যে তার
সময় যে নেই মেঘবালিকার
অন্তবিহীন ব্যাকুল হিয়ার
হয়নি অবসর।

BANGLADARSHAN.COM

মেঘ হয়ে ধায় মেঘবালিকা
আজও সে তাই বড়ই একা
উদাস নয়ন, আশাও যে ক্ষীণ
তিয়াসা মেটার।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM